ভারতে Covid-19 মহামারী নিয়ে 'গণ তদন্ত কমিটি' এবং 'পিপলস কমিশন' আয়োজনের প্রস্তাব

ছয় মাসেরও কম সময় হয় নি যখন covid-১৯ মহামারীর মধ্যে ভারত সবচেয়ে খারাপ দেখেছে□ তবুও আলোচনাটি ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে! কেন এবং কীভাবে আমরা এত অল্প সময়ের মধ্যে এত গুলি প্রাণ হারিয়েছি□ এর পরিবর্তে আমরা যা শুনেছি, তা হল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী, ডঃ ভারতী পারভিন পাওয়ার সংসদ থেকে বলেন যে অক্সিজেনের অভাবের কারণে রাজ্যগুলি থেকে মৃত্যুর কোনও ঘটনা ঘটেনি□ এমনকি গত কয়েক মাসের সম্মিলিত আঘাত যখন চলছে, রাজ্য সরকারগুলি covid-১৯ মামলার সংখ্যা হ্রাস করার জন্য লড়াই চালিয়ে চলেছে□ সারা দেশে টিকাদানের হার অত্যন্ত কম, সরকারী খাতে ভ্যাকসিনের অভাবের কারণেও সমগ্র দেশ আসন্ন "তৃতীয় তরঙ্গের" ভয়ে বাস করছে" এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে রয়েছে - অর্থনৈতিক এবং অন্যথায়□ মনে হচ্ছে সরকার ইতোমধ্যে মহামারীর কারণে সৃষ্ট ধ্বংসের দায় না নিয়ে বা শাসনের ব্যর্থতার দায় না নিয়ে "এগিয়ে গেছে" করেছে□ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যস্ততার একমাত্র প্রমাণ হল বিজ্ঞাপনগুলি যা বিনামূল্যে ভ্যাকসিন এবং সিওভিআইডি পরিস্থিতির দুর্দান্ত পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানায়□

ভারত সরকার এই মহামারীকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, মহামারী রোগ আইন, অপরিহার্য পরিষেবা রক্ষণাবেক্ষণ আইন এবং এই জাতীয় অন্যান্য প্রাচীন কঠোর জনবিরোধী আইন প্রয়োগের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করেছিল□ উপরন্তু, এটি পুরো দেশকে একটি অপ্রস্তুত এবং অত্যন্ত কঠোর লকডাউনের মধ্য দিয়ে নিয়ে যায়, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক শ্রেণী এবং নিপীড়িত বর্ণকে সম্পূর্ণ জীবিকার ক্ষতির মধ্যে নিজেদের রক্ষা করতে ছেড়ে দেয়□ পাশাপাশি, লকডাউন এবং মহামারী, সিএএ-এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের মতো জনগণকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার একটি হাতিয়ার হয়ে ওঠে" ছাত্র বিক্ষোভ এবং কৃষক " আন্দোলন কে তুরুপের তাস করে এবং নাগরিক অধিকার কর্মী এবং সাংবাদিকদের কারাগারে রাখে□

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনা (প্রথম কোভিড রিলিফ প্যাকেজ) এবং দ্বিতীয় উদ্দীপনা প্যাকেজ উভয়ই অভিবাসী এবং নৈমিত্তিক শ্রমের মতো লকডাউনের প্রকৃত ভুক্তভোগীদের বাদ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যারা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত অংশ (দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়) থেকে এসেছেন□

প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২১ সালের জানুয়ারিতে দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ঘোষণা করেছিলেন যে "ভারত এত গুলি জীবন বাঁচাতে সফল হয়েছে, এবং সমগ্র মানবতাকে একটি বড় ট্র্যাজেডি থেকে রক্ষা করেছে"□ তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে "ভারত কেবল সমস্যার সমাধান ই করেনি" অন্যান্য দেশগুলিকেও তাদের মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করেছে"□ স্পষ্টতই, ভারত সরকার অকালে মহামারীর বিরুদ্ধে বিজয় ঘোষণা করতে থাকে, এমনকি দ্বিতীয় তরঙ্গটি শুরু হওয়ার সময়ও□রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে মহামারী শুরু হওয়ার পর থেকে ৩,৩২,৬৪,১৭৫ টি সংক্রমণ এবং ৪,৪২,৮৭৪ জন কোভিড সম্পর্কিত মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে□ তবে নিউ ইয়র্ক টাইমস মৃত্যুর গণনা এবং সংক্রমণের মৃত্যুর হারের দিকে তাকিয়ে ভারতে " সংখ্যা ০.৬ মিলিয়ন থেকে ১.৬ মিলিয়ন□ যাইহোক, সরকার এই দাবিগুলি খণ্ডন করেছে যদিও রাজ্য মহামারীর সময় খুব বেশি সংখ্যক "অতিরিক্ত মৃত্যু" রিপোর্ট করছে□

এই দেশের জনগণ আজ এমন এক পর্যায়ে যেতে বাধ্য হয়েছে যেখানে তাদের কোন প্রতিষ্ঠান অবশিষ্ট নেই যার দিকে তারা ফিরে যেতে পারে, এই কেন্দ্রীয় সরকারকে "covid-19 বিরুদ্ধে যুদ্ধ" জয়ের ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচারণার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হয়েছে, চিকিৎসা প্রোটোকলের উপর দৃঢ় না থাকার জন্য, দ্বিতীয় তরঙ্গের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি না নেওয়ার জন্য, শাস্তিমূলক এবং নির্মম ভাবে তথ্য দমন করার জন্য, বেসরকারী হাসপাতালদ্বারা ব্যাপক লুটের অনুমতি দেওয়া এবং পুরো পরিস্থিতিটি অব্যবস্থাপনা করা□

এটা অপরিহার্য যে আমরা চিরকালের জন্য উন্মোচিত ট্র্যাজেডিকে আমাদের সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করতে দেব না□ আমরা জানি যে, আমাদের যারা মারা গেছে তারা গণনার মর্যাদাও পায়নি, বা সম্মানজনক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াও পায়নি□ এখন সময় এসেছে যখন আমরা জিজ্ঞাসা করী, শ্মশান এবং গঙ্গার ফুলে যাওয়া দেহগুলির উপর ভেসে জন্য কে দায়ী? হাসপাতালের সামনে অ্যাম্বুলেন্সের বড় লাইন এবং অক্সিজেনের জন্য হাঁপিয়ে ওঠা মানুষের অসংখ্য ছবির জন্য কে দায়ী ছিল? অচিহ্নিত কবরে ছড়িয়ে থাকা নদীর তীরের জন্য কে দায়ী, শিশুরা অনাথ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ দারিদ্র্যের মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে?□ আমাদের নিশ্চিত করতে হবে যে যারা দায়ী, তারা যেন ৬০ দিনের মধ্যে ৪ লক্ষ মানুষের মৃত্যু মুছে না ফেলতে পারে " (সরকারী পরিসংখ্যান), এবং গর্বের সাথে "ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রী" হোর্ডিং□

এখন সময় এসেছে যে আমরা জনগণ নাগরিক হিসেবে আমাদের অধিকার প্রয়োগ করে সরকার, এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান এবং মানবতার বিরুদ্ধে এই অপরাধের জন্য যারা দায়ী তাদের জবাবদিহি করতে হবে□ সময়ের প্রয়োজন আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে বেদনা, ক্রোধ এবং কষ্টকে রূপান্তরিত করা, যেমন আমরা একটি মর্মান্তিক ইতিহাসের সাক্ষী ছিলাম, এমন একটি প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত করা যা নিশ্চিত করবে যে এই জাতীয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনই না হয় - ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তরের সকলের সামনে পুনরাবৃত্তি করা যে, আমরা ন্যায়বিচারের যোগ্য!

এ লক্ষ্যে ২০২১ সালের ১ লা আগস্ট অনুষ্ঠিত এক সর্বভারতীয় বৈঠকে ভারতে covid-১৯ মহামারী সম্পর্কিত 'গণ তদন্ত কমিটি' এবং 'সত্য, জবাবদিহিতা ও বিচার কমিশন' প্রস্তাব করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়□ এটি লক্ষ্য করার মতো যে এই উদ্যোগটি কেবল অন্য একটি ঘটনা নয় বা একটি প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য নয়, এটির মূল নীতিগুলি সরকারী কমিটি তৈরি করা, জনগণের তদন্ত/প্রশ্ন করার অধিকারকে ক্ষমতায়ন করা এবং রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারী খাতের জবাবদিহিতার একটি সরকারী প্রক্রিয়া শুরু করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে□

বিচার ও প্রস্তাব

পাবলিক ইনকোয়ারি এবং কমিশনের মাধ্যমে, আমরা মহামারীর প্রভাব এবং লকডাউনের মতো মহামারী পরিচালনার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাগুলির উপর মনোনিবেশ করতে চাই। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন, আমাদের সম্মিলিতভাবে জনগণের উপর জোর দিতে হবে স্বাস্থ্যের প্রভাব, শিক্ষার প্রভাব, মহামারীর অর্থনৈতিক প্রভাব এবং লকডাউন সহ সমাজের উপর বিস্তৃত প্রভাব। মহামারীর সময় আমাদের অবশ্যই খারাপ পরিকল্পিত সরকারী নীতির পরিণতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে যার ফলে জনগণের স্থানচ্যুতি, জীবিকা বন্ধ এবং অন্যান্য কষ্ট হয়েছে।

মহামারী, যদিও প্রাথমিকভাবে একটি স্বাস্থ্য সংকট ছিল, আমাদের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এর মারাত্মক প্রভাব ফেলে - যেভাবে এটি মোকাবেলা করা হয়েছিল তার কারণে। এই প্রভাবগুলির প্রতিটি তদন্ত করা প্রয়োজন যেহেতু covid-১৯ এবং লকডাউন সম্পর্কিত দুর্দশার কারণে জনগণের দুর্ভোগের তদন্ত করার জন্য সরকার কোনও প্রচেষ্টা করা হয়নি। অতএব ক্ষমতাগুলি জবাবদিহি করার এই দায়িত্ব জনসাধারণের উপর বর্তেছে। এই সম্মিলিত প্রক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য, এই উদ্যোগটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আমাদের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং পদ্ধতি থাকা দরকার। অতএব, প্রস্তাব করা হয়েছে যে পাবলিক ইনকোয়ারি কমিটিগুলি স্থলে মহামারীর প্রতিটি দিক প্রত্যক্ষ প্রভাবের সাথে জড়িত হবে এবং জনগণ" কমিশন মহামারী এবং অন্যান্য বিস্তৃত বিষয়গুলিতে রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়ার তদন্ত গ্রহণ করবে

গণ তদন্ত কমিটি

গণ তদন্ত কমিটি- আত্মা হল "আমরা জনগণ, জনগণ, জনগণের জন্য" এর মৌলিক ধারণার মধ্যে নিহিত রয়েছে। প্রস্তাব করা হয়েছে যে আমরা গ্রাম/পঞ্চায়েত/ওয়ার্ড/জেলা, শহর এবং আঞ্চলিক স্তরে সারা দেশে একাধিক কমিটি গঠন করব। কমিটিগুলি জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের লোকেরা গঠন করবে। কমিটিগুলি অভিযোগ সংগ্রহ ও সংকলন করে এবং তারপরে এটি তদন্ত করে বিভিন্ন স্তরের মানুষের দুর্ভোগ উন্মোচন করবে। কমিটি শাসন বা এর অভাবের কারণে অন্যায় করা ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কাজ করবে। অভিযোগগুলি সরকার/এস (ইউনিয়ন এবং রাজ্য সরকার), চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র, মিডিয়া, ফার্মাসিউটিক্যালস, হোর্ডার ইত্যাদি দ্বারা সংকট মোকাবেলার বিষয়ে হতে পারে। আমরা আপনাদের প্রত্যেককে অনুরোধ করছি যারা সরকারকে জবাবদিহি করতে বিশ্বাস করেন, পাবলিক তদন্ত কমিটিতে যোগ দিন

পিপলস কমিশন

পিপলস কমিশনের সদস্য বা পিপলস কমিশনারদের নাগরিক সমাজের গোষ্ঠী এবং পিআইসিরা যৌথভাবে নিয়োগ করবে। প্রতিটি রাজ্যে, কমিশনারদের ডাক্তার, আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট নাগরিকসহ দক্ষতার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রতিনিধিত্ব থাকবে। পিপল"কমিশন পিআইসিগুলিকে সহায়তা ও পথ দেখানোর দায়িত্ব পালন করবে, পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক গবেষণা দলগুলির সহায়তায় বৃহত্তর গবেষণা, তথ্য সংকলন ইত্যাদির সাথে জড়িত থাকবে। কমিশনাররা তাদের নিজ নিজ রাজ্যের বিভিন্ন জনশুনানির অংশ হবেন।

আসুন আমরা একত্রিত হই তদন্ত করবো এবং সত্য উন্মোচন করবো

সরকারকে জবাবদিহি করা করাবো

মৃত ও জীবিতদের ন্যায়বিচার প্রদান করবো

আমাদের এই নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখার জন্য লোক দরকার–

- যারা covid-১৯ সংকটের সময় স্বেচ্ছায় নাগরিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল, দয়া করে আপনার নেটওয়ার্কের লোকদের বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে কমিটি গঠনকরতে উৎসাহিত করে

- আপনি যদি মহামারীর যে কোনও পর্যায়ে হেল্পলাইন পরিচালনা করেন বা জরিপের মতো লোকদের ইন্টারফেস প্রচেষ্টা পরিচালনা করেন এমন উদ্যোগগুলি সম্পর্কে জানেন তবে দয়া করে লিঙ্ক আপ করুন এবং তাদের আমাদের সাথে জ্ঞান এবং তথ্য ভাগ করে নিতে উৎসাহিত করুন

- নেটওয়ার্ক/ইউনিয়ন/ জাতীয়/আঞ্চলিক সংস্থা/কমিউনিটি ভিত্তিক সংস্থা হিসাবে, আপনার নেটওয়ার্কগুলিকে সদস্যদের কাছে পৌঁছাতে এবং আপনার কাজের ক্ষেত্রে কমিটি গঠনের দিকে পরিচালিত করতে উৎসাহিত করুন

- আপনি যদি একটি গবেষণা সংস্থা / একজন একাডেমিক / একজন সাংবাদিক হন, গবেষণা এবং জ্ঞান গঠনের থিম গ্রহণ করে অবদান রাখুন

- আপনি যদি একজন ছাত্র/গবেষক হন তবে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কমিটি এবং কমিশনগুলিকে শক্তিশালী করতে দয়া করে স্বেচ্ছাসেবক হন

All India Working Group Public Inquiry Committees / People's Commission on COVID-19

Email: People's Commission: peoplescommission2021@gmail.com Public Inquiry Committee: publicinquirycommittee2021@gmail.com